টেলিফোন

বিভা বসু

ভো র হয়েছে কি হয়নি। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি শু হ'য়ে গেছে। নহবতে বিসমিল্লা বাজছে। নীলু ছাতা মাথায় সবে বাইরে পা দিয়েছে কালো বর্ষাতি গায়ে একটি ছেলে বাড়ির সামনে বাইক থেকে নামল। হাতে বিশাল ফুলের বোকে। শুধুই লাল গোলাপ। নীলুকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ায়। রূপাকে একটু ডেকে দেবেন। রূপাতো ঘুমোচ্ছে। সে কি! এখনো ঘুমে? আজতো ওর...। হ্যাঁ সেই জন্যইতো। অধিবাস হয়ে যেতেই ওকে বিছানায় পাঠানো হয়েছে, হিন্দু ম্যারেজের যা হুজ্জোত। তা আপনি? ছেলেটি একটু রহস্যময় হাসি হাসল। চিনবেন না, আচ্ছা, এটা ওকে দিয়ে দেবেন। ও ঠিক বুঝতে পারবে। লম্বা চওড়া চেহারার ছেলেটি একটা রহস্যের আমেজ ছড়িয়ে বাইকে স্টার্ট দিল। চন্দনা, রূপার মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। কে ছিল রে? নাম বলল না। চন্দনার মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। অসিতকে ডেকে তুলল। নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এদিকে দে'খ কী কেলোর কীর্ত্তি হচ্ছে। অসিত কোছা সামলে কোনমতে উঠে বসল। চন্দনার কাছে ব্যাপারটা শুনে হাই তুলল। তো কি হয়েছে। কোনো বন্ধু টন্ধুই পাঠিয়েছে হয়তো। চন্দনা রাগে গনগন করে। হাজারবার বলেছি কো-এডুকেশন কলেজে পড়িও না, খেলাধূলা শিখিও না, ক্যারাটে ট্যারাটে শিখিও না। এখন গুচ্ছের ছেলে বন্ধু জুটেছে। পটুয়াটোলা লেনের মেয়ে তুমি, মনটা আর কত বড় হবে। হ্যাঁ সেতো বলবেই। জানো আমার দিদির এক বন্ধুর কনে যাত্রীর সঙ্গে গুচ্ছের ছেলেবন্ধু গিয়েছিল। ব্যাস ডিভোর্স। তুমি অত ভেবনাতো, রূপাকে ডাক। ঘুমচোখে রূপাকে দেখাচ্ছে এখন রবীন্দ্রযুগের নায়িকার মতো। তসরের শাড়ি পরেছে মা-মাসির মতো করে। আঁচলে নতুন আলমারির চাবির গোছা। গলায় দুনরি মপ্ চেন। কানে কানবালা। ব্যাপারটা শুনে বললো-তা আমি কি জানি। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকেই তো তোমরা আমাকে মাসখানেক হ'ল বাইরে বেরতে দাও না। চন্দনার কপাল থেকে তবু ভাঁজ কাটে না। এ্যাই দেখতো কোনো চিরকুট্ টিরকুট আছে নাকি? নীলু বোকে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যাঁ এইতো, ভালাবাসা লেখা শুধু। চন্দনা খপ করে চিরকুটটা নিয়ে নেয়। এই শোন কারো কানে যেন না যায়। আত্মীয় স্বজনের কাজইতো কেবল ঘোঁট পাকানো।

বেলা হয়ে যেতেই বাড়িটা উৎসবে মেতে ওঠে কিন্তু চন্দনার মনের মেঘ কাটে না। রূপার কোনো ছেলে বন্ধুকেই সে নেমন্তন্ন করেনি। কার মনে কি আছে কে জানে। এখন ভালয় ভালয় দুহাত এক করতে পারলেই বাঁচি।

রাত সাড়ে দশটায় লগ্ন। ঠিক সাতটায় টেলিফোনটা এল। ভরাট গলা। রূপার বন্ধু রূপাকে ডেকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। রূপারই ফোন। চন্দনাও পেছন পেছন গেল। এখনও কুঁচকে আছে তার কপাল। ওমা। মেয়ে দেখছি হাসে। ফরসা মুখ একটু একটু করে লাল হচ্ছে। রূপা মুখ ফেরাল। তুমি ধরবে? আমি? চন্দনা থতমত খায়, ক্ কে? তোমার হবু জামাই গো। জিজ্ঞাসা করল পেয়েছি কিনা। এবার চন্দনার মুখ লাল-লজ্জায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com